মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২২

সুইজারল্যান্ড দূতাবাস, আইসিআরসি ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ উদ্যোগ

কক্সবাজারে ১০ দিনব্যাপী প্রদর্শনী শুরু

বাংলাদেশস্থ সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস (আইসিআরসি) এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক যৌথভাবে 'মানবিক নীতি এখানে এবং এখন' শীর্ষক প্রদর্শনী কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে (আর্ট ক্লাব) গত ৯জুন শুরু হয়েছে। উদ্বোধন করেন সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স মিস সুজান মূলার, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনের অতিরিক্ত কমিশনার মোঃ শামসুদ দৌজা এবং কক্সবাজার আইসিআরসি অফিস প্রধান জনাব মনিশ দাশ। এই প্রদর্শনীর সহ-আয়োজক কক্সবাজার আর্ট ক্লাব।

মানবিক সংকটে মানুষ কীভাবে দুর্দশাগ্রস্তদের ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে সহায়তা করতে পারে

সেই সকল মানবিক ও ব্যক্তিগত আবেগ এবং অনুসন্ধানের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে 'মানবিক নীতি : এখানে এবং এখন' শীর্ষক সমকালীন এই শিল্প উপস্থাপনা ও প্রদর্শনীটি। সযত্নে নির্বাচিত ভিডিও ও আলোকচিত্রের সমন্বয়ে এই প্রদর্শনীটি দৈনন্দিন জীবনে মানবিক নীতির গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তাৎপর্য এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব সম্পর্কে দর্শকদের অনুপ্রাণিত করবে। তাছাড়া প্রদর্শনীটি মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা এই চারটি মানবিক নীতি বিষয়ক আলোচনা এবং মতামত প্রকাশের একটি স্থান ও সুযোগ তৈরি করবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সুইজারল্যান্ড দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স মিস সুজান মুলার বলেন, মানবিক নীতিগুলো সুইজারল্যান্ডের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা বাংলাদেশের সাথে আমাদের পাঁচ দশকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রাখছে।

প্রদর্শনীতে আলোকচিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে শিল্পীরা তাদের নতুন, স্থানিক এবং সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবিক নীতিগুলোর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করেন। প্রদর্শিত ছবিগুলোতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে আইসিআরসি এবং সুইজারল্যান্ডের ভূমিকা ও কার্যক্রমের প্রতিফলন ঘটেছে, এছাড়া ১০জন সুইস আলোকচিত্রীর লেন্সের মধ্য দিয়ে দেখা দৈনন্দিন জীবনে মানবিক নীতিগুলোর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাদের নির্মিত ১০টি মৌলিক শর্টফিল্মের মাধ্যমে। আগামী ১৮ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রদর্শনী দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী ভিআর এক্সপেরিয়েন্স কর্মসূচি ও আলোচনা সভা

দি পাওয়ার অব মিউজিয়ামস

প্রতিবছর ১৮ মে পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন দেশের জাদুঘরগুলো নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালান করে বিশ্ব আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস। এবছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'পাওয়ারস অফ মিউজিয়ামস'। এই প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ২০ মে ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বাংলাদেশ ভার্চুয়াল মিউজিয়াম যৌথ ভাবে দিনব্যাপী ভার্চুয়াল এক্সপেরিয়েন্স কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস সম্পর্কিত আলোচনা সভার আয়োজন করে। আয়োজনের মূল আকর্ষণ হিসেবে ভার্চুয়াল এক্সপেরিয়েন্স, যেখানে দর্শনার্থীরা ভিআর (ভার্চুয়াল রিয়েলিটি)-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ছয়টি ঐতিহাসিক স্থান দেখার সুযোগ পেয়েছিল, যার মধ্যে বড় সর্দার বাড়ি, কান্তজির মন্দির, পানাম সিটি ইতাদি উল্লেখযোগ্য। সকাল ১০টা থেকে জাদুঘরের লবিতে দুটি ভার্চুয়াল এক্সপেরিয়েন্স বুথ বসানো হয়। বিভিন্ন স্কুল, কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং দর্শনার্থীরা ভার্চুয়াল বক্স-এর মাধ্যমে এই ছয়টি স্থানের পূর্ণাঙ্গ ধারনা নিতে সক্ষম হয়। দর্শণার্থীরা বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা এমন ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অভিজ্ঞতা লাভ করেতে পেরে সত্যি আনন্দিত ছিলেন এবং তাদের ভাষ্যমতে শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিকেল চারটায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মক্তিযুদ্ধ

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত কর্মশালা

মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশ এবং নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের ভূমিকা

১১ জুন ২০২২, শনিবার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজন করে তরুণ প্রকাশকদের জন্য বিশেষ কর্মশালা। 'মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশ : নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের সৃজনশীল ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে ১. উত্তরণ প্রকাশন ২. খড়িমাটি ৩. বইপত্র ৪. ভাষাচিত্র ৫. স্টুডেন্ট ওয়েজ ৬. মূর্ধন্য ৭. সাহিত্যদেশ ৮. প্রতিভা প্রকাশ ৯. স্বরে অ ১০. অন্বেষা প্রকাশ ১১. পাললিক সৌরভ ১২. পেন্ডুলাম ১৩. পঙ্খিরাজ ১৪. ঝুমঝুমি প্রকাশন ১৫. বাঙালায়ন ১৬. কলি ১৭. গদ্যপদ্য প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশকবৃন্দ।

অর্ধদিবসব্যাপী কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এনসিটিবি মানসম্মত এবং বস্তুনিষ্ঠ বই প্রকাশে নবীন প্রকাশকদের উদ্বুদ্ধ করা ও তাদের সুপারিশ শোনা। কর্মশালার সূচনায় তরুণ প্রকাশকদের স্বাগত জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী বলেন, প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ছাব্বিশ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলা, সেই যাত্রাপথে আপনারা আজ নবীন পথিক হিসেবে যুক্ত হলেন। যদিও এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা আট হাজারের বেশি, তারপরেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার

৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

টাঙ্গাইল জেলায় প্রদর্শিত হলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গত ১৪ মে ২০২২ বিকেলে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর নিয়ে টাঙ্গাইল শহরে পৌঁছি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রিচআউট কর্মসূচির তৃতীয় পর্বে টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলার মধ্যে টাঙ্গাইল সদর, মির্জাপুর, দেলদুয়ার, ঘাটাইল এবং নাগরপুর মোট ৫টি উপজেলায় কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, ১৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ১০,০৭৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৯,৪১৫ জন শিক্ষার্থী এবং ৯,৯০০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে। মোট ১০ জন নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং ৭ জন আইসিটি শিক্ষক আমাদের কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছেন।

সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়, রহিমা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদ আব্দুল করিম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, গড়াই উচ্চ বিদ্যালয়, দেওহাটা জে এ উচ্চ বিদ্যালয়, নয়ানখান মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, গয়হাটা শহীদ শামস্ উদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঘাটাইল দাখিল মাদ্‌রাসা এবং পাকুটিয়া পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

টাঙ্গাইলে অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ধারিত দিনে স্কুলে উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সম্মানিত বোধ করেছেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরাও উজ্জীবিত হতে পেরেছে। মুক্তিযোদ্ধারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংকার। মহান মুক্তিযুদ্ধে লাখো বাঙালি অকাতরে প্রাণ বিলিয়েছে দেশের জন্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন অনেকেই। তাদের কেউ আমাদের চেনা কেউ বা অচেনা। বাঙালির এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিত রাখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধের অজানা তথ্য। সে তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ করছে এটি অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের বিষয়। কর্মসূচি পালনকালে স্থানীয় প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেছি। সার্কিট হাউজে গাড়ি রাখা নিরাপদ না হওয়ায় জেলা প্রশাসক গাড়িটি পুলিশ লাইনে রাখতে বলেন। আমরা ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর বাসটি পুলিশ লাইনে রাখার ব্যবস্থা করি। জেলা পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার এবং এনডিসি মো. আব্দুল করিম আমাদের সহযোগিতা করেন। এনডিসি তার ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরে যে কোনো সমস্যায় যোগাযোগ করতে বলেন। ১৯ মে ২০২২ টাঙ্গাইল জেলার সদরে সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ঐতিহ্যবাহি এ স্কুলে ১০১টি দরজা আছে কিন্তু জানালা নেই। এটি সন্তোষ জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধের ১১নং সেক্টরের অধীন টাঙ্গাইল জেলার বেশ গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কাদেরিয়া বাহিনীর বীরত্ব দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এ বাহিনী থেকে ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রীয় খেতাব পান।

বাংলার চির পরিচিত লোক সংস্কৃতি নিয়ে টাঙ্গাইল একটি ঐতিহ্যবাহি জনপদ। টাঙ্গাইলের তৈরি চমচম মিষ্টি আর তাদের তৈরি তাঁতের শাড়ি বেশ জনপ্রিয়। যদিও

আসল কারিগর নেই। কিন্তু ঐতিহ্যবাহী চমচমের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন অনেকেই, যারা তাদেরই বংশধর।

টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলার পাকুটিয়া পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনজুর ইলাহী মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমার বয়স তখন ১৫ বছর যখন আমি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে ১১নং সেক্টরে যোগদান করি। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে অনেকগুলো সম্মুখযুদ্ধে আমি অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধের মিশন শেষে আমি যখন বাংকারে থাকতাম, তখন আমার সহযোদ্ধারা যাতে ঘুমিয়ে না থাকে এবং মনোবল যাতে না হারিয়ে ফেলে সে জন্য আমি তাদের গান গেয়ে শুনাতাম। গান শুনে সহযোদ্ধারা আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। যুদ্ধে যাবার তাড়না যেন আরো বৃদ্ধি পেত। যেন মনে হতো শত্রু হননের নেশা এমন একটা নেশা যে শত্রুর বুলেট আমাদের বুকে বিদ্ধ হতে পারে এই ভাবনাটা কখনো আসতো না।

টাঙ্গাইলের বিভিন্ন উপজেলায় এবং শহরের আশপাশে কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে। কয়েকটি বধ্যভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

পানির ট্যাংক বধ্যভূমি: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে হানাদার বাহিনী টাঙ্গাইল সার্কিট হাউজে অবস্থান নিয়ে শুরু করে হত্যাযজ্ঞ। রাজাকার-আলবদরদের সহায়তায় টাঙ্গাইল ও আশপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে আনা হতো। জেলা সদর পানির ট্যাংকের পাশে নির্জন স্থানে নিয়ে তাদের হত্যা করা হতো।

সাহাপাড়া বধ্যভূমি: এটি মির্জাপুর উপজেলায় অবস্থিত। এখানে বেশ কয়েকজন মানুষকে হত্যা করা হয়।

বনকগ্রাম বধ্যভূমি : নাগরপুর উপজেলার গয়হাটায় আছে বনকগ্রাম বধ্যভূমি। এখানে ১৫৭ জন শহিদ হয়েছেন। এখানে বেসরকারিভাবে একটি অস্থায়ী স্মৃতিফলকে ১৫৭ জনের নাম রয়েছে।

সারাংপুর বধ্যভূমি : নাগরপুরের সহবতপুরে রয়েছে সারাংপুর বধ্যভূমি। এখানে একই পরিবারের ৬ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এখানে বেসরকারিভাবে একটি ছোট অস্থায়ী স্মৃতিফলক রয়েছে।

নাগরপুর পুলিশ স্টেশন বধ্যভূমি: এখানে ৯ জন শহিদ হয়েছেন।

হাকিমুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর*

বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ রেজা, পরিচালক, মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ শিবির, কমান্ডার নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবির, পলাশী-এর মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্মারক গ্রহণ

সংগীতশিল্পী ও অভিনেত্রী শম্পা রেজা এবং রিনি রেজা তাদের বাবা মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালক এবং নৌ কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবিরের কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ রেজা-এর রয়্যাল পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে বৈমানিক হিসেবে যোগদান, মুক্তিযুদ্ধকালীন নৌ-কমান্ডো প্রশিক্ষণ শিবিরের (পলাশী) কমান্ডার হিসেবে কর্মকান্ডের দলিল, আলোকচিত্র ও অন্যান্য ঐতিহাসিক স্মারক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে প্রদান করেন। গত ৪ জুন ২০২২ আহমেদ রেজার স্ত্রী প্রয়াত হাসিনা রেজার পক্ষে শম্পা রেজা এবং রিনি রেজার প্রদানকৃত মূল্যবান স্মারক ট্রাস্টিবৃন্দের পক্ষে প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী গ্রহণ করেন। প্রদত্ত স্মারকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

- ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক ইস্যুকৃত যশোর সেক্টর হেড-কোয়ার্টারের অধীনে পলাশী প্রশিক্ষণ শিবিরে আহমেদ রেজার যোগদানপত্র
- বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, যশোর সেক্টরের সদস্য হিসেবে আহমেদ রেজার পরিচয় পত্র
- মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডোদের কর্মকান্ডের ওপর প্রতিবেদন
- ৮ জানুয়ারি ১৯৫২ রয়্যাল পাকিস্তান এয়ারফোর্স কর্তৃক ইস্যুকৃত সাক্ষাৎকার প্রদানের চিঠি
- পিআরএফ-এ আহমেদ রেজার প্রশিক্ষণের আমন্ত্রণপত্র
- বৈমানিক হিসেবে রয়্যাল পাকিস্তান এয়ারফোর্সে যোগদানের পর তোলা আলোকচিত্র ও অন্যান্য স্মারক

মুক্তিযুদ্ধের স্মারকের সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগারের জন্য আহমেদ রেজা রচিত 'একাত্তরের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থের কপি প্রদান করেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমেদ রেজার কন্যাদ্বয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গণে পৌঁছানোর পর ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ এবং আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে বিভাগের কিউরেটর আমেনা খাতুন তাদের স্বাগত জানান। জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের পর তারা ট্রাস্টি ডা: সারওয়ার আলীর হাতে মূল্যবান ঐতিহাসিক স্মারক হস্তান্তর করেন। পরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রুতি-দৃশ্য কেন্দ্র- এর কর্মকর্তা শরীফ রেজা মাহমুদ এবং তার দল শম্পা রেজা এবং রিনি রেজার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ নিয়ে একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তারা দুই বোন মুক্তিযুদ্ধের সময় সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রকল্পে স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে বিভাগ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

নীলফামারী জেলায় ঘুরে এলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

উত্তর জনপদের প্রাচীন মহকুমা শহর বর্তমান নীলফামারী জেলায় তৃতীয় বারের মত মে, ২০২২-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় নীলফামারী অঞ্চলটি ছিল ৬ নং সেক্টরের অধীনে। সদরসহ ছয় উপজেলা নিয়ে গঠিত নীলফামারী জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ও প্রান্তিক এলাকা সমূহে প্রদর্শনী বাস্তবায়নের জন্য ১৩-১৮ মে, ২০২২ পর্যন্ত প্রাক-যোগাযোগ সম্পন্ন করে ১৯ মে ডোমার উপজেলার মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মসূচি কার্যক্রম শুরু হয়। এ জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসক, জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ নেটওয়ার্ক শিক্ষক মো. হারুণ-অর-রশীদ, মো. আল আমিন রহমান (গবেষক) ও চলার পথের বন্ধু পরিমল রায় প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন।

বৃটিশ শাসনামলে নীলফামারী অঞ্চলে কৃষি জমিতে ব্যাপক নীলচাষ শুরু হয়। নীলচাষের ফলে ডিমলা, টেঙ্গনমারী ও জলঢাকা এলাকায় নীলচাষের খামার গড়ে উঠে। নটখানা ও নীলকুঠি (বর্তমানে নীলফামারী অফিসার্স ক্লাব) নীলচাষের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া এ জেলায় মুক্তিযুদ্ধের গৌরব-গাথা ইতিহাসের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান। মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাপ মহকুমা শহরে ছড়িয়ে পড়ে, কেননা সৈয়দপুর বিহারি অধ্যুষিত এবং নানাভাবে বাঙালিরা বিহারি দ্বারা নির্যাতিত। ৫ মার্চ মহকুমা শহরে গণমিছিল বের হয় এবং মিছিল শেষে সরকারি অফিস, আদালত ও দোকানের সাইনবোর্ড যা উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় লেখা সেগুলো ভেঙ্গে ফেলা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে মহকুমা শহরে গড়ে তোলেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ছিলেন অ্যাডভোকেট দবির উদ্দীন আহমেদ, খয়রাত হোসেন (সাবেক মন্ত্রী), আফছার আলী আহম্মদ এম এন এ, আব্দুর রউফ এম এন এ, আসাদুজ্জামান নূর ও টুলু-সহ আরো অনেকে। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠনের পরপর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও প্রতিটি থানা শহরগুলোতে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এভাবে নীলফামারীতে মিছিল, মিটিং ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে। ৮ মার্চ সৈয়দপুরে ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার হলে নীলফামারীতে আবুল কালাম, আলী হোসেন প্রমুখ নীলফামারী হাইস্কুল সংলগ্ন মাঠে বাঁশের লাঠি ও কাঠের রাইফেল দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করে। ২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে মহকুমা প্রশাসকের অফিসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। ২৪ মার্চ সৈয়দপুরের পরিস্থিতি থমথমে হলে বিহারিরা সেনানিবাসে সংবাদ পাঠালে পাকিস্তানি বাহিনী শহরের ওয়াপদা মোড়সহ বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান নেন। এদিকে সৈয়দপুরে অবরুদ্ধ বাঙালিদের মুক্ত করতে চিরিরবন্দর থেকে মাহতাব বেগ দলবল নিয়ে সৈয়দপুরের এগিয়ে আসে। সৈয়দপুর বাইপাস সড়কের পাশে পৌঁছালে বিহারি ও পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে উভয় পক্ষের গোলাগুলি শুরু হয়। গোলাগুলির এক পর্যায়ে মাহাতাব বেগ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে বিহারিরা তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাথা নিয়ে সৈয়দপুরের রাস্তায় রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে। ২৫ মার্চ কর্নেল সফির নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী সৈয়দপুরের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ধরে সেনানিবাসে নিয়ে নির্মম অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনী নীলফামারী শহর দখল নিয়ে সরকারি কলেজ, ভোকেশনাল স্কুল ও ডাক বাংলোতে ক্যাম্প স্থাপন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র সরকারি কলেজ ও ভোকেশনাল স্কুল। মহকুমা শহরের পাশাপাশি থানাগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনী শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলে। জেলার উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে নীলফামারী সরকারি কলেজ, টেকনিক্যাল কলেজ, দারোয়ানী টেক্সটাইল, চিলাহাটি মার্চেন্টস স্কুল, গোমনাতি চৌধূরী পাড়া, ডোমার বনবিভাগ, কালীগঞ্জ, শঠিবাড়ি, বাহাগিলি ডাংগাপাড়া, সৈয়দপুর রেলওয়ে বয়লার, গোলাহাট, দহলাপট্টি বধ্যভূমি। এ জেলার বৃহৎ বধ্যভূমি সৈয়দপুর গোলাহাট বধ্যভূমি। উল্লেখযোগ্য বধ্যভূমিগুলোর মধ্যে নীলফামারী সরকারি কলেজ, শঠিবাড়ি ও সৈয়দপুর গোলাহাট বধ্যভূমিতে শহিদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে স্মৃতি ফলক আর বাকীগুলোর স্থান আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়নি। নীলফামারী জেলায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে জানা যায়, যার মধ্যে জেলা প্রশাসন প্রকাশিত 'রণাঙ্গনের বীর বাঙালি' মো. আল আমিন রহমানের 'মুক্তিযুদ্ধ ও একাত্তরে নীলফামারী', মিনা আশরাফির 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস ও আহম্মেদ শরীফ-এর 'নীলফামারী ১৯৭১ গণহত্যা ও নির্যাতন' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

নীলফামারী জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে দেখা যায় সাধারণ মানুষজন মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করছে না। নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদর্শনীর সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে তার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এছাড়া স্থানীয় জনসাধারণদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিষয় জানতে চাইলে কেউ তেমন কিছু বলার আগ্রহ প্রকাশ করেননি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনীর সময় মুক্তিযুদ্ধ, গণকবর ও বধ্যভূমির বিষয়ে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষকরা তেমন কোন তথ্য বলতে পারেন না। নীলফামারী জেলা শহর, ডিমলা, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা উপজেলায় স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অবস্থান বেশ শক্ত।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নীলফামারী জেলায় অবস্থান সময়ে জানা যায় ১৯৫৮ সালে কাগমারী সম্মেলন শেষে আগস্ট মাসের দিকে বঙ্গবন্ধু সংগঠনকে উজ্জীবিত করতে ট্রেনযোগে সৈয়দপুর হয়ে ডোমারে আসেন। ট্রেন থেকে নেমে আওয়ামী লীগ নেতা লুৎফুল হকের বাসায় অবস্থান নেন। সংগঠনের কাজ সেরে বঙ্গবন্ধু মটর সাইকেল যোগে জলঢাকায় চলে যান। পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনের প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু মহকুমা শহর নীলফামারী এসেছিলেন। ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর সময়ে গবেষক মো. আল আমীন রহমান স্মৃতি চারণে বলেন, ১৯৭০ সালের ২৩ অক্টোবর নৌকা মার্কার নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধুর রংপুর থেকে সড়ক পথে নীলফামারী আসার কথা জানতে পেরে এলাকার জনগণ পশ্চিম কুচিয়া মোড়ে জড়ো হতে থাকেন। বঙ্গবন্ধুকে বহনকারী জিপ দেখা মাত্র সবাই রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু হাত নেড়ে জিপ থেকে নেমে পড়েন এবং রাস্তার পাশের খড়ের ছাউনি মাটির মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে মসজিদের উন্নয়নে তাঁর ডান পাশে থাকা মো. নুরুদ্দীনের হাতে একশত টাকার দুখানা নোট দেন এবং ক্ষমতায় গেলে মসজিদ সংস্কারের আশ্বাস দেন। বেলা দুইটায় বঙ্গবন্ধু নীলফামারী ডাকবাংলোতে আসেন। ইতোমধ্যে ডাকবাংলো এলাকায় জনগণ মিছিল শ্লোগান নিয়ে জড়ো হতে থাকেন এবং তিনি নেত-কর্মীদের ভিড়ের মধ্যে দুপুরের আহার শেষ করেন। নৌকা মার্কার নির্বাচনী খরচ পরিচালনার জন্য অ্যাডভোকেট আফছার আলী আহমদকে ডেকে ভিতরে নিয়ে কিছু অর্থ প্রদান করেন। বিকেল তিনটায় নীলফমারী মহকুমা বড়মাঠে (নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) জনসভায় যোগ দেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন অ্যাডভোকেট আফছার আলী আহমদ। আরও উপস্থিত ছিলেন সৈয়দপুরের আওয়ামী লীগ নেতা আলীম উদ্দিন, অ্যাডভোকেট আজহারুল হক, আব্দুল রহমান ও অ্যাডভোকেট এ কে এম ডি জোনাব আলী প্রমুখ। নীলফামারীর জনসভা শেষে ডোমারের সিও অফিস মাঠে তৎকালীন ছাত্রনেতা আব্দুর রউফের জনসভায় যোগ দেন। জনসভার মাঠ থেকে আব্দুর রউফের অনুরোধে গ্রামের বাড়ি বাকডোকরায় যান এবং সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর সন্ধ্যার আগে দেবীগঞ্জ হয়ে পঞ্চগড় রওনা দেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, *কর্মসূচি কর্মকর্তা*

যে সকল প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে

ডোমার বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, সংগলশী হাজীপাড়া আলীম মাদ্রাসা, ছমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজ, ডোমার বালিকা বিদ্যানিকেতন, সোনারায় উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কাজী আব্দুর রশীদ উচ্চ বিদ্যালয়, তিতপাড়া বড়জুম্মা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসা, জটুয়া খাতা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, গোলনা কালীগঞ্জ শহীদ স্মৃতি দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাবেয়া চৌধূরী মহিলা কলেজ, আলহাজ্ব মোবারক হোসেন বিদ্যাতীর্থ উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ মহিলা কলেজ, কিশোরগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আইস ঢাল খিয়ারপাড়া আলীম এন্ড ভোকেশনাল মাদ্রাসা, আকাশকুড়ি মুন্সিপাড়া দাখিল মাদ্রাসা, উত্তর কালিকাপুর মুসলিম শাহী দাখিল মাদ্রাসা, জলঢাকা দাখিল মাদ্রাসা, চিলাহাটি সরকারি কলেজ, সৈয়দপুর আসমতিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডোমার মহিলা কলেজ ও লিটল হার্টস স্কুল।

এ জেলায় ২৪ দিনে ২০ কার্য দিবসে ২২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৬৫৫৯জন শিক্ষার্থী ও উন্মুক্ত প্রদর্শনীতে ১১২০০ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

গত ১৬ মে ২০২২, 'ইউল্যাব ১৯৭১ ইতিহাস ক্লাব'-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চার অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ইউল্যাব স্থায়ী ক্যাম্পাসে অবস্থান করে। ইউল্যাবের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। শিক্ষার্থীদের নজর কেড়েছে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার দুর্লভ কিছু চিঠি ও মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস এর শিক্ষার্থীরা এমন ভিন্নধর্মী আয়োজনে বেশ উচ্ছ্বসিত। তাদের মতে সঠিক ইতিহাস জানার জন্য এমন আয়োজন আরো বেশি করা দরকার।

ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল 'ল জার্নালে বাংলাদেশ গণহত্যা বিষয়ক সিম্পোজিয়াম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাসেবী ও তরুণ গবেষক ইমরান আজাদের উদ্যোগে ক্যামব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নালের ব্লগে 'বাংলাদেশ গণহত্যা ও আন্তর্জাতিক আইন' বিষয়ক একটি সিম্পোজিয়াম সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একাত্তর-পরবর্তী প্রজন্মের আন্তর্জাতিক আইন গবেষকদের একটি দল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যা এই সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। একটি সাক্ষাৎকার এবং সাতটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেমন- মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক শ্রেণির ঔপনিবেশিক শাসন, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের আলোকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালি নারীদের উপর নারকীয় ধর্ষণযজ্ঞ, বাঙালি শরণার্থীদের বিষয়ে ভারত ও জাতিসংঘের ভূমিকা, একাত্তর-পরবর্তী সময়ে গণহত্যার বিচার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ সরকারের তথা সিভিল সোসাইটির উদ্যোগ ও তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা, আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আইনে দেশীয় বিচার-ব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অবদান, ভবিষ্যতে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিসে বাংলাদেশ কর্তৃক পাকিস্তান রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের আইনি সম্ভাবনা, এবং একই সাথে ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে প্রত্যাগত যুদ্ধবন্দীদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরেও বাংলাদেশের আদালতে বিচারের আইনি সম্ভাবনা ও রাজনৈতিক কাঠামো নিরূপণ।

অর্ধশতবর্ষের পরে, বাংলাদেশের গণহত্যা এখনও সাধারণভাবে জাতিসংঘ এবং বিশেষ করে পাকিস্তান সরকারসহ অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্র এবং বৈশ্বিক সংস্থাগুলো দ্বারা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নয়। এর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে– তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে, বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাইরে ১৯৭১ সালের গণহত্যা বিষয়ে (অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বাংলাদেশি গবেষকদের আন্তর্জাতিক আইনের একাডেমিক আলোচনার দুর্ভাগ্যজনক অনুপস্থিতি।

১৯৭১ সালের গণহত্যা বিশ্বব্যাপী যথাযথ স্বীকৃতি পাবে - এই আশায় কেমব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল ল জার্নাল ব্লগে আয়োজিত এই সিম্পোজিয়ামের উদ্যোগটি অনন্য এবং অনুপ্রেরণাদায়ক। সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস ইমরান আজাদের উদ্যোগ এবং তরুণ গবেষক বিশেষ করে নওরিন রহিম ও শাওলি দাশগুপ্তের বিশ্লেষণধর্মী লেখার জন্য গর্বিত।

নিবন্ধগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত আছে এই লিঙ্কে: http://cilj.co.uk/2022/05/24/symposium-on-bangladesh-genocide-and-international-law-introduction/

নিবন্ধগুলো নিচের কিউ আর কোডটি স্ক্যান করেও পড়া যাবে:

একাত্তর আমাদের তীর্থ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নজীরবিহীন রক্তাক্ত অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিকৃত করা হয়েছে। অনেক ঘটনা আড়ালেই থেকে গেছে, দেশি-বিদেশি অনেকের অবদান প্রকাশিত হয়নি। অনেক প্রকৃত সত্য মানুষ জানতে পারেনি। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, দেশের আনাচে-কানাচে ঘটে যাওয়া ঘটনা জনসাধারণ ও নতুন প্রজন্মকে জানানোর জন্য কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। এই জাদুঘরের একটি অংশ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০১৪ ও ২০১৯ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রদর্শিত হয়। ২০১৪ সালে প্রথমবারের মতো এ গাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জে আসার পর পরিচয় হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ-এর সাথে। বিশদ আলোচনা হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে। তার মধ্যে একটি ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার গড়ে তোলা। সেই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জের অন্যতম একটি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী এলাকা হিসেবে পরিচিত নামোশংকরবাটী এলাকা। ঐ এলাকায় অবস্থিত একটি বৃহৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামোশংকরবাটী উচ্চ বিদ্যালয়। শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ১২০০। উক্ত বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন করা হয় এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আসলাম কবীর-এর সাথে মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে আমি প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটিকে উদ্বুদ্ধ করি। ২০১৯ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক প্রদত্ত

১০০টি আলোকচিত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি উদ্বোধন করা হয়। যা উক্ত বিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার বড় একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

অতীতের স্মৃতি ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করে। তাই বার বার আমাদের একাত্তরকে ফিরে দেখার প্রয়োজন আছে। নতুবা আমরা আগামীর পথ হারিয়ে ফেলব। একাত্তর আমাদের তীর্থ, যেখান থেকে বার বার আমাদের পরিশুদ্ধি লাভ করতে হবে।

মোঃ গোলাম ফারুক মিথুন
সহকারী অধ্যাপক, নামোশংকরবাটী কলেজ

লাইব্রেরি উইদআউট বর্ডার্স এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যৌথ কর্মপরিকল্পনা

প্যারিস-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা 'সীমানা পেরিয়ে পাঠাগার'-এর সভাপতি অধ্যাপক প্যাট্রিক ওয়েইল সংক্ষিপ্ত বাংলাদেশ সফরকালে বিগত ১৩ মে শুক্রবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন এবং সুধী সমাজের উদ্দেশ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে ভাষণদান করেন। উক্ত ভাষণে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ পরিসর হিসেবে জাদুঘরের অবস্থান গুরুত্বের সাথে মেলে ধরেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ইতিহাসের উপস্থাপনার বিশেষ প্রশংসা করেন। জাদুঘরের মন্তব্য খাতায় তিনি লিখেছিলেন : "সর্বোচ্চ অভিনন্দন জানাই সকলকে যাঁরা ভেবেছেন, নকশা করেছেন এবং এই জাদুঘরে তা' উপস্থাপন করেছেন। এই উপস্থাপনা তথ্যমূলক, ধারাবাহিক এবং ইতিহাস বিবেচনা অসাধারণ। আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। ফরাসি ও ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আপনাদের অর্জন থেকে শিক্ষা গ্রহণ ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। এই জাদুঘর একটি মডেল। আমাকে স্বাগত জানাবার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সঙ্গে আলোচনায় প্যাট্রিক ওয়েইল উভয় প্রতিষ্ঠানের একত্রে কাজ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি কথা রেখেছেন। প্যারিসে প্রত্যাবর্তনের পর বিগত ৩ জুন শুক্রবার প্যাট্রিক ওয়েইল এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ট্রাস্টি মফিদুল হকের সঙ্গে জুম বৈঠকে মিলিত হন। লাইব্রেরি উইদআউট বর্ডার্স-এর কর্মকাণ্ডের একটি দিক হচ্ছে 'কাজু', যা ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই বিবিধ তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে। ২০১৯ সালে এসডি কার্ডভিত্তিক এই তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছে লাইব্রেরি উইদআউট বর্ডার্স এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীদের কাছে এর মাধ্যমে সুলভে বিশাল তথ্য ও জ্ঞানভাণ্ডার মেলে ধরছেন। তাঁরা মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ইতিহাসের যে উপস্থাপনা এবং জাদুঘরের ভাণ্ডারে আছে যে বিশাল তথ্যভাণ্ডার তা বিন্যস্ত করে আকর্ষণীয়ভাবে মানুষের কাছে মেলে ধরা যায়। তাঁরা লাইব্রেরির প্রসারে এমনি ডিজিটাল ভাণ্ডার ব্যবহার করছেন এবং মনে করেন জাদুঘরের ক্ষেত্রেও 'কাজু' সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

এটা বোধগম্য যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ক্ষেত্রে নিজস্ব 'কাজু' বা এসডি কার্ড তৈরি বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও জাদুঘর কর্মীদের দ্বারাই করতে হবে। তবে এ-ক্ষেত্রে লাইব্রেরি উইদআউট বর্ডার্স তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা জাদুঘরের জন্য মেলে ধরতে পারবে। উভয় প্রতিষ্ঠান মিলে যৌথভাবে কাজ করার প্রস্তাবনা মেলে ধরেছেন প্যাট্রিক ওয়েইল। আশা করা যায় এই যৌথ কার্যক্রম যথাশীঘ্র শুরু করা যাবে, যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রসারতায় প্রযুক্তি সম্ভাবনা ব্যবহারের নতুন পথ খুলে দেবে।

জামালপুরে নির্মিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

উপদেষ্টাদের সভা

জামালপুর শহরের কেন্দ্রস্থলে বিশাল জায়গা জুড়ে নির্মিতব্য 'শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী' নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। এরই অংশ হিসেবে নির্মিত হচ্ছে 'জামালপুর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। এই জাদুঘরে জাতীয় ও স্থানীয় ইতিহাসের বিন্যাস, উপস্থাপন এবং গ্যালারি-সজ্জার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে। ইতোমধ্যে জাদুঘরের ডিজাইন ও ডিসপ্লে দল প্রাথমিক গবেষণা ও উপকরণ সংগ্রহের কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। তথ্য অনুসন্ধান ও আহরণের জন্য গবেষকদল কাজ করছেন। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত হচ্ছে।

জাদুঘরের ডিজাইন টিম প্রাথমিক ধারণা-সম্বলিত থ্রি-ডি উপস্থাপনা প্রস্তুত করেছে এবং আনুষঙ্গিক কাজ দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছে। নির্মীয়মাণ জাদুঘরের ভাবনা, উপস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য গত ১ জুন বুধবার উপদেষ্টা, প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত পরিচালক ও অন্যান্যদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারী উপদেষ্টা ও পরামর্শকগণ অনেক মূল্যবান পরামর্শ দেন এবং সামগ্রিক কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মির্জা আজম এমপি, আবুল কালাম আজাদ, অধ্যাপক সিকান্দার দারা শামসুদ্দিন, সাংবাদিক হারুন হাবীব, শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী নির্মাণ প্রকল্পের পরিচালক নাঈমা নাজনীন নাজ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর (আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে) আমেনা খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকর্তাবৃন্দ, আর্কাইভ, গবেষণা ও থ্রিডি দলের সদস্যগণ এবং মুকিম'স ক্রিয়েশনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সংগৃহীত গ্রন্থ

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণকালে শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহ করার কাজ করে থাকে। গত ১৯ মে থেকে ৯ জুন ২০২২ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি বাস নীলফামারী জেলায় কর্মসূচি পালন করে। মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে নীলফামারী জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত নীলফামারী জেলার মুক্তিযোদ্ধদের তালিকা, পরিচিতি ও সাক্ষাৎকার সম্বলিত গ্রন্থ 'রণাঙ্গণের বীর বাঙালি' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্রন্থাগারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে যুক্ত হলো। ধন্যবাদ জানাই জাদুঘর কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহকে, তিনি নিষ্ঠার সাথে প্রান্তিক ইতিহাস সংগ্রহের কাজ করে থাকেন। এছাড়া নীলফামারী জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন সম্পাদিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত সাধারণ জ্ঞান ভিত্তিক পুস্তিকা 'অন্বেষণ' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে প্রদান করেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদীন। তাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দি পাওয়ার অব মিউজিয়ামস

১ম পৃষ্ঠার পর

জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভা শুরু হয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রায়াত ট্রাস্টিদের সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেন এরপর দিনব্যাপী কার্যক্রম এবং জাদুঘরের নতুন ভার্চুয়াল গ্যালারির উদ্বোধন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ইদ্রিস আলী, বাংলাদেশ ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের সিইও আহমেদ জামান সঞ্জীব এবং আইকম (ICOM) বাংলাদেশ-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে সকল ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন এবং ইনোভেশন বিশেষ ভুমিকা পালন করছে। পাওয়ার অব মিউজিয়ামের বিশ্লেষণে তিনি বলেন, একটি দেশের ইতিহাস ঐতিহ্যকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে জাদুঘর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, শুধু তাই নয় যদি আমাদের দেশে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার জোরদার করা হয় তাহলে দর্শনার্থীরা আরো জাদুঘরমুখী হবে এবং নতুন আঙ্গিকে জাদুঘর পরিদর্শন করতে পারবে। তিনি আইকম বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ভার্চুয়াল মিউজিয়ামকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর জাদুঘরের আইটি এন্ড ডিজিটাল কো-অরডিনেটর হাসিবুল হক ইমন জাদুঘরের ভার্চুয়াল গ্যালারি ক্লিপিং প্রদর্শন করেন। এর মাধ্যমে যে কেউ পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে বসেই জাদুঘরের গ্যালারিসসমূহ দেখতে পারবে। বাংলাদেশ ভার্চুয়াল মিউজিয়ামের সিইও আহমেদ জামান সঞ্জীব জানান ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে বাংলাদেশের যেসকল আরকিওলজিক্যাল স্থানসমূহ ধ্বংসের পথে আছে সে সকল জায়গাগুলোকে আর্টিফিশিয়াল পদ্ধতিতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। তিনি আরও জানান ডিজিটাল রেস্টোরেশনের মাধ্যমে জনগণের এসব ঐতিহাসিক জায়গাসমুহের যাতায়াত খরচ কমে আসবে। ভার্চুয়াল মিউজিয়াম বাংলাদেশ আরো ১০টি ঐতিহাসিক জায়গা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির আওতায় আনার প্রকল্প শুরু করবে বলে তিনি অবহিত করেন। আইকম বাংলাদেশের সাবেক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন পাওয়ার অব মিউজিয়ামকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন, যা হলো- Sustainable goal development, Improvisation of digitization and innovation & Increasing education facilities through the community. প্রত্যেক মানুষেরই একটি জাদুঘর থেকে শেখার অনেক কিছু আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ ইদ্রিস আলী প্রথমেই আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। করনাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনলাইন প্লাটফর্মে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে সে বিষয়ে তিনি আলচনা করেন। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে যদি বাংলাদেশে ভিআর টেকনোলজিকে আরো উন্নত করা যায় তাহলে পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক সকল অতিথিবৃন্দকে এবং শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানিয়ে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার গুরুত্ব এবং চর্চা বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি মনে করেন, যেকোন দেশের যেকোন জাদুঘর হলো একটি নিরপেক্ষ জায়গা যেখানে ধর্ম, বর্ণ, বয়স কোনো কিছুর ভেদাভেদ থাকে না। সকাল থেকে এই কার্যক্রম সফল করতে যারা কাজ করেছেন তাদের সকলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি সভা শেষ করেন।

তানজিল ইসলাম অর্পণ
(সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি)

মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশ এবং নতুন প্রজন্ম

১ম পৃষ্ঠার পর

এবং বই প্রকাশের অনেক সুযোগ রয়েছে। নবীন প্রকাশকরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, প্রকাশনা জগতে মুক্তিযুদ্ধ চর্চার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো আজ। তরুণ প্রকাশকদের পথচলার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চেয়ে বড় বাতিঘর আর হতে পারে না। তিনি আরো বলেন, এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা নিয়মিত আয়োজন করা হবে এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাদুঘরের সহযোগিতায় তা করবে। এরপর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দলিলপত্র এবং গ্রন্থ যা গবেষকদের জন্য বিশেষ সহায়ক হতে পারে সে সম্পর্কে অবহিত করেন জাদুঘরের ব্যবস্থাপক, গ্রন্থাগার ও গবেষণা, ড. রেজিনা বেগম।

দ্বিতীয় পর্ব ছিল নবীন প্রজন্মের প্রকাশকদের প্রত্যাশা ও প্রতিবন্ধকতা পর্যালোচনা। পর্বটি পরিচালনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই প্রকাশের সূচনালগ্নের উল্লেখ করে তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চিত্তরঞ্জন সাহার উদ্যোগে বিভিন্ন বই প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষযক বই দ্বারা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও চেতনা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। তিনি মনে করেন, বই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংখ্যার চাইতে মানের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন এ পর্যন্ত প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি বিশ্লেষণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে তা তুলে ধরেন।

তিনি উল্লেখ করেন, পৃথিবীর অনেক দেশে নানা ধরনের প্রকাশনা রয়েছে, তবে জাতির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন ধারাবাহিক ও বিপুল সংখ্যক প্রকাশনা খুব কম দেশের রয়েছে। নবীন প্রকাশকদের মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক বই প্রকাশের আগ্রহকে সাধুবাদ জানিয়ে তাদের সামনে নতুন নতুন বিষয় ও গবেষণার ক্ষেত্র মেলে ধরেন অধ্যাপক আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন। এরপর মুক্ত আলোচনা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নবীনদের নানা ধরনের চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা। মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশে নবীনদের তাগিদ ও জিজ্ঞাসা পূরণে জাদুঘর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে জানান ট্রাস্টি মফিদুল হক। জাদুঘরের গ্রন্থ ও তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রকাশকরা সহায়তা পেতে পারেন। জাদুঘরের ক্যাফে-সংযুক্ত বারান্দার খোলা পরিসর মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও আলোচনার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। এক্ষেত্রে জাদুঘর যেমন ব্যবস্থাপনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, তেমনি প্রকাশকদের দিক থেকেও সহযোগিতা কামনা করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, নবীন প্রকাশকরা উদ্যোগী হয়ে অচিরে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন এবং দর্শকদের আকৃষ্ট করবেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করতে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত বার্ষিক বইমেলায় নবীন প্রকাশকবৃন্দ ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এমনি আরো কতক সৃজনশীল ধারণা উত্থাপিত হয় প্রাণবন্ত এই কর্মশালায়।

প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির ১৭৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের আওতায় বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের ১৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৬ জুন ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এ সময় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমির ৬ জন অনুষদ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে থাকেন।

ফরাসি অভিনেতা ও পরিচালক জাঁ-পল সেরমাদিরার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

অঁলিয়াস ফ্রান্সেজ-এর উদ্যোগে মাসাধিককালের জন্য তিন-সদস্যের দল নিয়ে বাংলাদেশে এসেছিলেন ফরাসি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের অভিনেতা জাঁ-পল সেরমাদিরা। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নাট্যপরিবেশনা করেন তিনি, চট্টগ্রামের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান উইমেন্স ইউনিভার্সিটিতে গানের কয়ের দলকে প্রশিক্ষণ দেন। দেশে ফেরার আগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে ট্রাস্টি মফিদুল হকের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। একাত্তরের কনসার্ট ফর বাংলাদেশ ঘিরে ফ্রান্সে ও বাংলাদেশে কনসার্ট আয়োজনের আগ্রহ তিনি পোষণ করেন। তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তিনি তৈরি করছেন। এজন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারিতে কিছু দৃশ্য ধারণ করেন।
আমরা আশা করবো জাঁ-পল সারমাদিরার পরিকল্পনা অচিরে সফলতার মুখ দেখবে।

যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আশরাফ আলী

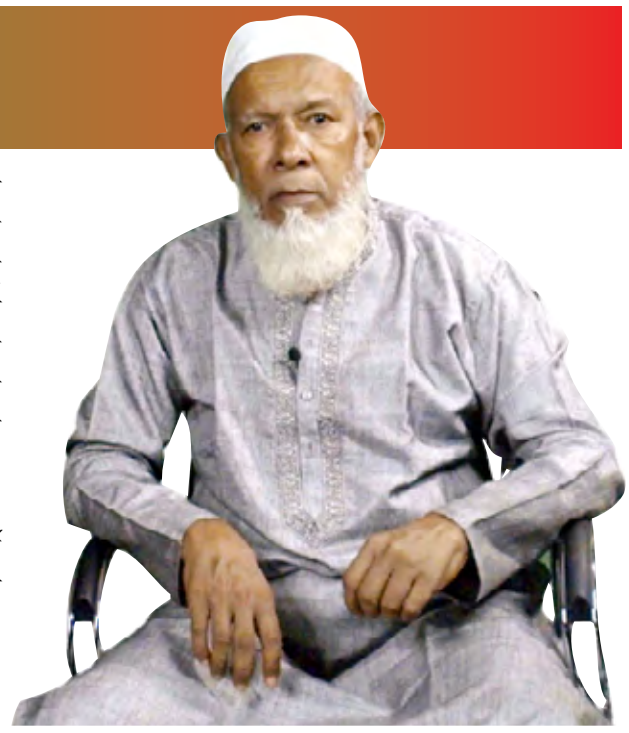

মুক্তিযুদ্ধের আগে আমি বাগেরহাটের ঝালবাড়ি গ্রামে বসবাস করতাম। ১৯৬৬ সালে আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি আমার মা মারা গেলে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে। সৎ মায়ের অত্যাচারে টিকতে না পেরে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে খুলনা শহরে চলে আসি। শুরু করি পান বিড়ি বিক্রি করার কাজ। থাকতাম লঞ্চঘাট অথবা স্টেশনে। বরিশালের এক ছেলে যে আমার মতোই মা হারা ছিল তাকে আমি প্রতিদিন একবেলা খাওয়াতাম। একদিন সেই ছেলেটি আমার ব্যবসার জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে আমাদের বাগেরহাটের আরেকটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা চলে আসি। সাতষট্টি সালের শেষের দিকের কথা। কমলাপুর স্টেশনে এসে সাথের ছেলেটাকে হারিয়ে ফেলি। সেখান থেকে এক ট্রাফিক পুলিশের সহায়তায় সুত্রাপুর থানায় এসে শাহালম নামের এক ওয়ারলেস অপারেটরের সাথে পরিচয় হয়। তিনি আমাকে লোহারপুলে রিক্সা ঠেলার কাজে নিয়োজিত করেন। সেখানে আমি ভালোই রোজগার শুরু করি। রোজগারের টাকা সব শাহালম সাহেবের কাছে রাখতাম। পরে তার বদলি হয়ে গেলে তিনি আমাকে ময়মনসিংহের এক হাবিলদারের দায়িত্বে রেখে যান। হাবিলদার সাহেবের কাছে আমার প্রায় ছাব্বিশ শত টাকা জমেছিল। তিনি আমাকে একদিন বলেন আমার সাথে গ্রামের বাড়ি চল সেখানে তোমাকে জায়গা কিনে ঘর করে দেবো। আমি যেতে রাজি হয়ে গেলাম। ময়মনসিংহ স্টেশনে এসে সেই হাবিলদার সাহেব আমাকে ফেলে সব টাকাপয়সা নিয়ে ভাগলো। পরে সেই স্টেশনেই পরিচয় হয় ১নং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আইনুদ্দিন সাহেবের সাথে। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বাড়ি। তিনি আমার সব কথা জানতে পেরে মমতাজ হোটেলে নিয়ে খাওয়ায়। পরে তাঁর বাসায় কাজ দেন। মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং গরুর ঘাস কাটা এই ছিল আমর কাজ। এভাবে ভালোই চলছিল। একাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে আইনুদ্দিন সাহেব আমাকে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেন। সাথে ক্রলিং, ল্যান্ড পজিশন, স্টেন্ডিং পজিশন এইসব। আমি ভাবলাম আমাকে পুলিশে চাকরি দেবেন হয়তো। কিন্তু মার্চ আসতে আসতে সব পরিস্কার হয়। ময়মনসিংহ শহর উত্তাল হয়ে যায়। ৭ মার্চের ভাষণের পর পুলিশ ফাঁড়িতে আমাকে ডিউটির দায়িত্ব দেয়া হয়। ২৫ মার্চ দুপুরে উনি আমাকে বলেন আজকে রাতে সাবধানে থাকিস, দেশে মনে হয় যুদ্ধ শুরু হবে। রাতে আমরা ইপিআর ক্যাম্পে আক্রমণ করি। প্রথমে সিএসডি গোডাউন পার হতে পারিনি। বাঙালি ইপিআর সদস্যগণ ক্যাম্পের দক্ষিণে অবস্থান নেন আর আমরা পুলিশ ও আনসারের লোকেরা উত্তরে। সকালের মধ্যে পাঞ্জাবি ইপিআর সদস্যদের গ্রেফতার করে পুলিশ লাইনে নিয়ে আসি। ১৪ এপ্রিল বিমান হামলার আগ পর্যন্ত ময়মনসিংহ অঞ্চল আমাদের দখলে ছিল। তারপর প্রথমে আমরা হালুয়াঘাট যাই তারপর ১৭ এপ্রিল নাগাদ ঢালু যাই। সেখানে আইনুদ্দিন সাহেব আমাকে ইপিআরের সুবেদার মেজর জিয়াউল হক এবং সিপাহী মোতালেবের জিম্মায় রেখে ধানুয়া-কামালপুর চলে যান। সেখানে আমি ইপিআরের সাথে ডিউটি শুরু করি। আমাদের কাজ ছিল যারা বর্ডার পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যেতো তাদেরকে রিসিভ করে ইউথ ক্যাম্পে পৌঁছে দেয়া। এরমধ্যে ২৪ এপ্রিল বেলা ১২টার দিকে কালীবগাই নদীর পূর্বপাশ থেকে পাকবাহিনী আক্রমণ করে বসে। সারারাত গোলাগুলি হয়। সেই যুদ্ধে বিএসএফ-এর ১৫০ সৈন্য, আমাদের ৪/৫ জন মুক্তিযোদ্ধা এবং শতাধিক সাধারণ শরণার্থী শহিদ হন। আমিও সেখানে গুলিবিদ্ধ হই। আমার বুকের বাম পাশে গুলি লাগে। এমতাবস্থায় বারেঙ্গামারা হাসপাতালে আমার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পন্ন হয়। তারপর খুব দ্রুত আমাকে চিকিৎসার জন্য তুরা হাসপাতালে পাঠানো হয়ে। সেখানে ২৬ এপ্রিল আমাকে দেখতে মেজর আমিন আহমেদ চৌধুরি এবং প্রিন্সিপাল মতিউর রহমান আসেন। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমার চিকিৎসা জোরদার হয়। আমি মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি বাংলাদেশ পুলিশে চাকরি গ্রহণ করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহীতা : **শরীফ রেজা মাহমুদ**

অনির্বাণ পাঠাগারের পঞ্চাশাধিক নবীন পাঠকের জাদুঘর পরিদর্শন

৪ জুন শনিবার সকালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপনায় অনির্বাণ পাঠাগারের পঞ্চাশজনেরও বেশি নবীন পাঠকের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছিল জাদুঘর ভবন। ঢাকার উপশহর শনির আখড়ায় গলির গলি তস্য গলিতে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক যুগ আগে ২০১০ সালে। এলাকার তরুণদের উদ্যোগকে সহায়তা দিয়েছিলেন স্থানীয় পলাশপুর বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক জনাব মো: নূরুল আমীন। স্কুলটি স্বল্প পরিসরে নির্মিত হয়েছে এবং এর একপাশে ছোট এক ঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে পাঠাগার। পাঠাগার ঘরটি পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত, শেলফে সাজানো বইয়ের সম্ভার সুনির্বাচিত। বোঝা যায় এটি সযত্ন লালিত একটি বেসরকারি গ্রন্থাগার। যুগপূর্তি উৎসব উপলক্ষে নেয়া হয়েছে বইপাঠ, সাহিত্যসভা, দেয়ালিকা প্রকাশ, গান-কবিতা পরিবেশনা ইত্যাদি নানা কর্মসূচি। ঢাকার অবহেলিত, সুবিধা-বঞ্চিত, সমস্যা-জর্জরিত জনপদে এক যুগ ধরে বইপাঠের যে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে অনির্বাণ পাঠাগার তা' অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, যেমন তারা নজর কেড়েছিল জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের। যুগপূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি দেখেছিলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাণীবহ ব্যানার ঝুলছে মূল সড়ক ও গলিতে, লেখা হয়েছে "উহারা চাহুক সঙ্কীর্ণতা, পায়রার খোপ, ডোবার ক্লেদ/ আমরা চাহিব উদার আকাশ, নিত্য আলোক, প্রেম অভেদ।"

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আমন্ত্রণে অনির্বাণের সদস্যরা দল বেঁধে যে ঘুরে গেল বাংলার ইতিহাসের আলোকিত পীঠস্থান সেটা জাদুঘরের জন্যও আনন্দবহ। জাদুঘর-কর্মী রনিকা ইসলাম ও নাসিরউদ্দিন গ্যালারি পরিদর্শনে তাদের সহায়তা করেন। আমরা চাই, এমনি কর্মসূচি আরো বিস্তার লাভ করুক। দলগতভাবে যারা জাদুঘর পরিদর্শনে আগ্রহী তারা যোগাযোগ করুন : রনিকা ইসলাম, ফোন : ০১৭১২ ৪৭৯৫১০ অথবা মেইল করুন : <mukti.jadughar@gmail.com>

বঙ্গবন্ধু ও ৬-দফার সংগ্রাম : অন্ধকার থেকে আলোয়

৬ দফা বাঙালির মুক্তির সনদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর ডিসপ্লে এ্যান্ড আর্কাইভ আমেনা খাতুনের নেতৃত্বে আর্কাইভ ও ডিসপ্লে টিম ৬ দফা বিষয়ক অনলাইন প্রদর্শনী আয়োজন করে ২০২০ সালে। প্রদর্শনীটি আবার ৭ জুন ২০২২ ছয় দফা দিবসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পেজে উপস্থাপন করা হয়। এই প্রদর্শনী ৬ দফার একটি সামগ্রিক গবেষণার সারবস্তু হিসেবে তরুণ গবেষক ও নতুন প্রজন্মের জন্য মুল্যবান দলিল হিসেবে রয়ে যাবে।

প্রদর্শনীটি সকলে দেখবেন এবং ফেসবুক বা অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবেন ইতিহাসের পরিচয় নিতে।

প্রদশনীর লিংক : https://fb.watch/dFnhhU2ojJ/

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে বিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

স্মৃতির পাতা থেকে

পঞ্চম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০০০
মূল্য : ৫ টাকা

■ Muktibarta
Vol. 5 : Issue 1
March-April 2000

মুক্তিবার্তা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-এর দ্বি-মাসিক বুলেটিন
Bulletin of Liberation War Museum
Institutional Members of ICOM and AAM

বধ্যভূমি খনন ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

...২৯ জুলাই, বৃহস্পতিবার একাত্তর স্মৃতি পরিষদের সভাপতি এস. এম. কায়সার, আমিনুল কায়সার ও শেখ মোঃ ইউনুস কূপ থেকে প্রাপ্ত খুলি তিনটি ও হাড়গুলো উদ্ধার করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হস্তান্তর করেন...

'হাড়গুলো ইসলামী শরীয়ত মতো দাফন করা হয়েছে'-১৯৯৯ এর ২৭ জুলাই মিরপুর ১২ নং সেকশনের নূরী মসজিদ সংস্কারের সময় পাওয়া কঙ্কালগুলোর খবর জানতে চাইলে এই উত্তরই দিয়েছিলেন মসজিদের ইমাম সাহেব। কিন্তু কোথায় দাফন করা হয়েছে জানেননি তিনি। বিষয়টি রহস্যময় হয়ে ওঠে তখনই। সতর্ক হয়ে ওঠেন '৭১ স্মৃতি পরিষদ কর্মকর্তারা। পরিণামে একসময় উদ্ধার হয় হাড়গুলো এবং হস্তান্তরিত হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে। এটুকুতেই উদ্যোগী হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। শুরু হয় পর্যায়ক্রমে দু'দুটি বধ্যভূমি খনন।

খনন পর্ব : মুসলিম বাজার বধ্যভূমি

'মসজিদের কুয়ায় মানুষের হাড়' এই শিরোনামে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় ২৭ জুলাই নূরী মসজিদের হাড় উদ্ধারের খবর ছাপা হলে মূল যোগসূত্রটি তৈরি হয় জাদুঘর ও স্মৃতিচিহ্নগুলোর মধ্যে। ৩১ জুলাই জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দ, একাত্তর স্মৃতি পরিষদ, এলাকার জনসাধারণ, মসজিদ কর্তৃপক্ষ আর পল্লবী থানার পুলিশের উপস্থিতিতে খনন কাজ পুরোদমে শুরু হয়। প্রথম দিনেই উদ্ধার হয় ছোট-বড় ৩০টি হাড়সহ বেশ কিছু কাপড়।

বিষয়টি খুব একটা পছন্দ হয়নি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কয়েকজনের। নানা রকম বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে থেকে এলাকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে খনন কাজ চালিয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ। এ কাজে যোগ দেয় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা। সকলের প্রচেষ্টায় আগস্টের প্রথম চারদিনে উদ্ধার হয় যথাক্রমে ৩৯টি, ৫৫টি, ১৬৪টি ও ৫৯টি ছোটবড় হাড় এবং কিছু কাপড়, যার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার নির্মম নির্যাতনের চিহ্ন বিদ্যমান।

২ আগস্ট কাপড় চোপড়ের পাশাপাশি উদ্ধার হয় কিছু চুড়ি ও শিশুর পায়ের একজোড়া স্যান্ডেল, যার গায়ে লেখা ছিল "মেড ইন পাকিস্তান"।

তার পরদিন পাওয়া যায় মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত একটি রাবার বুলেট, স্যান্ডেল, ঘুটি

বাকি অংশ ৪-এর পাতার ১ম কলামে

মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনীর অবাঙালি দোসর অধ্যুষিত মিরপুর এলাকা পরিণত হয় বাঙালি নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে। মিরপুরে রয়েছে অসংখ্য বধ্যভূমি। মুসলিম বাজারে নূরী মসজিদ সংস্কারের সময় পাওয়া যায় বেশ কয়েকজন শহিদের দেহাবশেষ। একই সময় মিরপুর ১০ নম্বর সেকশনের ঝুটপট্টিতে জল্লাদখানা নামক পরিত্যক্ত পাম্পহাউজে সন্ধান মেলে আরেকটি বধ্যভূমির। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বধ্যভূমির খননকাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীতে জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে স্মৃতিপীঠ নির্মাণ করে শহিদ পরিবারের স্বজন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে। ২১ জুন জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী স্মরণ করে ফিরে দেখছি ২০০০ সালের মার্চে মুক্তিবার্তায় প্রকাশিত বধ্যভূমি খনন কাজের প্রতিবেদন।

বধ্যভূমি খনন ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

ক্যামেরার চোখে বধ্যভূমি খনন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আগামীর আয়োজন

আগামী ১৭ থেকে ২৬ জুন ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আয়োজিত আরো কতক অনুষ্ঠান

পর্বতারোহীদের সংগঠন 'অভিযাত্রী' প্রতিবছর ২৬ মার্চ আয়োজন করে 'শোক থেকে শক্তি অদম্য পদযাত্রা'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সম্পৃক্ত হয় তাদের সাথে। প্রতিবছরের মতো এবছরও ২৬ মার্চ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পদযাত্রীদের নিয়ে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৭ জুন ২০২২ সকাল দশটায়।

১৭ জুন বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হবে গত ১১ থেকে ১৫ মার্চ অনুষ্ঠিত দশম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর জুরি, নির্মাতা ও স্বেচ্ছাকর্মীদের পুনর্মিলনী। এ আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও নবতরঙ্গ চলচ্চিত্র প্রযোজিত এবং এনায়েত কবির বাবুল নির্মিত 'বুড়িগঙ্গা ৭১' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হবে।

মুক্তিযুদ্ধকালে বাঙালি উপলব্ধি করেছিলো শরণার্থী জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ মানবিকতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি। ২০ জুন আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস। প্রতিবছরের মতো এবছরও জাদুঘর পালন করবে এই দিবসটি। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু

বিষয়ক হাই কমিশন ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে 'আঁরা রোহিঙ্গা' (উই আর রোহিঙ্গা) শিরোনামে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করছে। প্রদর্শনী সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে ২০ জুন থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। প্রদর্শনী উদ্বোধন হবে ২০ মার্চ সকাল ১১টায় এবং বিকেল ৬টায় জাদুঘর মিলনায়তনে শরণার্থী দিবস উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা ও অডিও-ভিজ্যুয়াল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

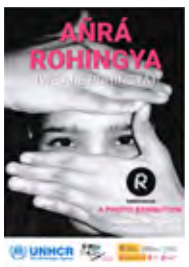

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পূর্ণ করছে ১৫ বছর। পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২১ জুন ২০২২ বিকেলে স্মৃতিপীঠ প্রাঙ্গণে, আলোচনা, শহিদ পরিবারের সদস্যদের স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

২৬ জুন ২০২২ বিকেলে ৫টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবে মহিয়সী নারী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল ও শহিদ জননী জাহানারা ইমামের প্রতি। এটি জাদুঘরের নিয়মিত আয়োজন।

আনন্দ সংবাদ

গত ৩ জুন ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের সদস্যদের জন্য ছিল অত্যন্ত আনন্দের দিন। এ দিন জাদুঘর কর্মকর্তা কোহিনূর আক্তার জেবার একমাত্র কন্যা রেদওয়ানা আলী (হৃদি)-এর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয় রাকিবুল হাসান রাকিবের সাথে। অনুষ্ঠানে জাদুঘর পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। তাদের জন্য শুভকামনা রইলো।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের স্বেচ্ছাসেবী গবেষক তাবাসসুম নুহার সাথে সালমান সাঈদের বিবাহ অনুষ্ঠান ৯ জুন ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে সিএসজিজের পরিচালক এবং জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক-সহ অন্যান্য স্বেচ্ছাকর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন। নবদম্পতির জন্য জাদুঘরের পক্ষ থেকে রইলো অভিনন্দন ও শুভকামনা।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official